৪৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ০২ JAN 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

দেশের একমাত্র ম্রো স্কুলটি কি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে?

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের একমাত্র 'ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়'টি বন্ধ হবার পথে। প্রায় অর্ধলাখ মুরং ও খুমী উপজাতীয়র শিক্ষালাভের জন্য এটি একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮০ সাল থেকে ইউনিসেফের একক আর্থিক সহায়তায় স্কুলটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর থেকে আর্থিক অনুদান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবার কথা। যে কারণে সবচেয়ে পশ্চাদপদ ও আধুনিকতাবিমুখ এ দু'টি উপজাতির শিক্ষালাভের সুযোগও বন্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়ের অবস্থান বান্দরবান মাঝিরপাড়া গ্রামে। '৯৫ সালে এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২শ' ১০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ইউনিসেফের বার্ষিক বাজেট ছিল ৩৪ লাখ টাকা। '৮০ সালে মরহুম জিয়াউর রহমান সভ্যতার ছোঁয়া থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত মুরংদের জন্য মুরং কমপ্লেক্স স্থাপন করেন। তখন পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ভকেশনাল ট্রেনিং দেয়া হতো। এরশাদ আমলে 'মুরং কমপ্লেক্স' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়।' ভকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও উঠিয়ে দেয়া হয়।

জানা যায়, '৮০ সালে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর মুরং ও খুমীদের শতকরা একভাগ শিক্ষিত হয়েছে। অথচ পার্বত্য এলাকায় অন্যান্য উপজাতি (চাকমাদের শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষিত), স্থানীয় বাঙালীদের চেয়েও শিক্ষায় অগ্রসর। মুরং ও খুমীদের শিক্ষায় এ পশ্চাদপদতার কারণ তাদের যাযাবর জীবন ও আধুনিকতাবিরোধী মনোভাব।

এদিকে ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বেশকিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষিত অংশের অভিযোগ অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছর স্কুলের ব্যবস্থাপনায় ক্রমবনতি ঘটছে। প্রধানমন্ত্রী, সরকারের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ ও বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার লিখিত অভিযোগ ও আবেদন করেও তারা কোন সুফল পায়নি। তাদের দাবি হচ্ছে বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।

SHEET —— OF —— SHEETS